



মার্চ ২০১৬

সৃষ্টির সেবা সংখ্যা

কোয়ান্টাম বুলেটিন

রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান রক্তদানে তরুণদের ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে



অতিথিদের সাথে সম্মাননাপ্রাপ্ত রক্তদাতাদের একাংশ

৪ মার্চ ২০১৬ জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় ১৩ তম গোল্ডেন ও ১৫ তম সিলভার ডোনার সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের আয়োজনে ন্যূনতম ১০ বার রক্তদানকারী সিলভার ডোনার ও ন্যূনতম ২৫ বার রক্তদানকারী গোল্ডেন ডোনারদের এতে সম্মাননা জানানো হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ নজিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ারের প্রকল্প-সমন্বয়ক অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ নজিবুর রহমান বলেন, আমি এখানে এসেছি হৃদয়ের টানে। এ কার্যক্রমের উদ্যোক্তারা যখন আমার সাথে বিস্তারিত আলোচনা-আলোচনা করলেন, আমি দেখলাম যে, এ কাজের সাথে আমার হৃদয়ের সম্পর্ক রয়েছে। কারণ আমার দায়িত্ব হচ্ছে রাজস্ব সংগ্রহের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার করা। তেমনি আপনারা অর্থাৎ রক্তদাতারাও সেই কাজটিই করছেন।

মুমূর্ষু মানুষকে রক্ত দিয়ে তার জীবনকে স্পন্দিত করছেন। নতুনভাবে বেঁচে ওঠার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। এটি অনেক বড় একটি কাজ। তাই আমি দেখলাম, আপনাদের সাথে আমার একটা আত্মার মিল আছে এবং এ ধরনের একটি সমাবেশে আমার উপস্থিতি থাকাটা বাঞ্ছনীয়। আর এ ভালো কাজটি অব্যাহত রাখতে উদ্যোক্তাদের প্রতি আমি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

তিনি আরো বলেন, আপনারা যে আয়কর দেন, ভ্যাট দেন তা থেকে আমরা রাজস্ব সংগ্রহ করি। সেটা দিয়ে দেশের বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হয়। অর্থাৎ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণে কাজ করে। আমাদের স্লোগান হচ্ছে মানুষের জন্যে রাজস্ব, জনকল্যাণে রাজস্ব। আপনারা যে কাজটি করছেন সেটিও মানুষের কল্যাণে। তাই আপনাদের প্রতি আমার আহ্বান হচ্ছে, আপনারা এ ভালো কাজটি অব্যাহত রাখুন। আরো বেশি মানুষকে বিশেষত তরুণদের ব্যাপকভাবে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করুন। কারণ, মানুষ যদি না বাঁচে তাহলে সবকিছুই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।

তিনি বলেন, ব্যক্তিগত পরিচয়ে আমি আপনাদের সমগোত্রীয়। কারণ,

আমি নিজেও বহুদিন নিয়মিত রক্তদান করেছি। আমার খুব ভালো লাগত যখন দেখতাম যে, আমাদের দেয়া রক্ত থ্যালাসেমিয়া-আক্রান্ত শিশু ও বিভিন্ন বয়সী রোগীদের শরীরে পরিসঞ্চালিত হচ্ছে। আর নির্দিষ্ট কয়েক মাস পর পর রক্ত দিলে শারীরিক কোনো অসুবিধা হয় না। বরং আরো ভালো থাকা যায়, বিভিন্ন ধরনের শারীরিক অসুস্থতা থেকেও মুক্তি ঘটে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রদত্ত স্বাগত বক্তব্যে অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ বলেন, রক্ত পরিসঞ্চালনের বিষয়টি আমাদের দেশে '৫০-এর দশকে শুরু হলেও সে-সময় এটি ততটা নিরাপদ ছিল না। পরবর্তীতে রাষ্ট্র ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সার্বিকভাবে এ পদ্ধতিটি অনেক নিরাপদ হয়ে উঠেছে। এবং সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ রক্তের প্রয়োজনে আমরা রোগীর স্বজনদের নির্দিষ্টায় বলি, কোয়ান্টাম থেকে তা সংগ্রহ করতে।

রক্তদাতাদের উদ্দেশ্যে তিনি আরো বলেন, চারদিকে আজ কেমন একটা ভাঙনের শব্দ। কোথাও যেন কিছু ক্ষয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে আমি আপনাদের দেখে আশাবাদী হই। আপনারা যারা রক্তদান করেন তারা

শুধু দানই করেন না, একটি সংকর্ম করেন। আর পবিত্র ধর্মগ্রন্থে বার বার বলা হয়েছে, বিশ্বাস করো এবং সংকর্ম করো। আপনারা তা-ই করছেন। আপনাদের এই দান অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করুক।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারী। সমাপনী বক্তব্যে তিনি বলেন, একটি জাতির সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে মানুষ। নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে যারা থ্যালাসেমিয়া ও বিভিন্ন রক্তরোগে আক্রান্ত মানুষকে বাঁচাতে সাহায্য করছেন, তাদের আমি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদেরকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি আমি প্রার্থনা করি, তাদের এ সর্বোত্তম দানকে যেন পরম করুণাময় শেখ বিচারের দিনে আমলে সালেহ বা সংকর্ম হিসেবে কবুল করে নেন।

এ সম্মাননা অনুষ্ঠানে ন্যূনতম ২৫ বার রক্তদানকারী ৬৬ জন গোল্ডেন ডোনার ও ন্যূনতম ১০ বার রক্তদানকারী ৪৫১ জন সিলভার ডোনারকে বিশেষ আইডি কার্ড এবং সুদৃশ্য ফ্রেস্ট ও মেডেল প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা জানানো হয়।

QUANTUM the SCIENCE of LIVING



নবজাগরণে জনপ্রিয় হচ্ছে মেডিটেশন

প্রশান্তির আবেদন সার্বজনীন। এ এক চিরন্তন সত্য। আর এ-যুগে প্রযুক্তির যথেষ্ট ব্যবহার ও অমিতাচারী জীবনযাপন যখন মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে অসহনীয় স্ট্রেস, বিষণ্ণতা আর নানা মনোদৈহিক রোগ-ব্যাদির দিকে, যখন ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক সম্পর্কগুলো—চিরকালিকত প্রশান্তির প্রয়োজনটা তখন আজ অনুভূত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। তাই বিশ্বজুড়ে এখন বাড়ছে মেডিটেশন ও যোগচর্চার জনপ্রিয়তা।

এ-কালের স্বনামখ্যাত স্কটিশ ইতিহাসবিদ, লেখক ও সমালোচক উইলিয়াম ড্যালরিম্পল তার একটি নিবন্ধে (আন্ডার দি স্পেল অফ ইয়োগা, দি নিউইয়র্ক রিভিউ অফ বুকস, ৬ মার্চ ২০১৪) উল্লেখ করেছেন যে, বর্তমানে আনুমানিক দুই কোটি আমেরিকান নিয়মিত যোগচর্চা করেন।

পাশ্চাত্যের পাশাপাশি সারা পৃথিবীতেই আধুনিক মানবের মনোদৈহিক সুস্বাস্থ্য এবং সার্বিক কল্যাণে আত্মসন্ধান ও আত্ম-উন্নয়নের এ চর্চাটি পেয়েছে এক নতুন মাত্রা। সে ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ সম্প্রতি ২১ জুনকে ‘বিশ্ব যোগ দিবস’ ঘোষণা করেছে।

দেশে মেডিটেশন চর্চায় নবজাগরণ

১৯৮৩ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘যোগ মেডিটেশন কেন্দ্র’। মূলত এর মধ্য দিয়েই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মেডিটেশন চর্চার সূত্রপাত ঘটে বাংলাদেশে। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারিতে যোগ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স, যার ফলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্যে সুযোগ ঘটে ব্যাপকভাবে মেডিটেশন চর্চার।

তারপর দীর্ঘ দু-যুগের সাফল্যযাত্রায় একে একে অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টাম মেথডের ৪০০টি ব্যাচ এবং ধর্মবর্ণগোত্রশ্রেণিপেশা নির্বিশেষে বিভিন্ন বয়সের অগণিত মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ থেকে লাভ করেন সঠিক জীবনদৃষ্টি। ‘সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন’—এর পথে এগিয়ে চলার ধারণা—যা ভূমিকা রাখে লাঞ্ছিত জীবন বদলের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে।

এভাবেই বাংলাদেশেও ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে মেডিটেশন। সচেতন মানুষ মাত্রই বুঝতে শুরু করেন মনোদৈহিক সুস্থতা ও সফল জীবনের জন্যে

মেডিটেশনের কার্যকারিতা। দেশের লক্ষ পরিবারে ও বিভিন্ন অফিসে, পার্কে, স্কুল-সহ নানা প্রতিষ্ঠানে তাই এখন নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করা হয়।

সম্প্রতি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র রাজধানীর পার্কে, জিমেনেসিয়ামে যোগ-মেডিটেশন প্রশিক্ষণের ঘোষণা দিয়েছেন। বলা যায়, কোয়ান্টামের দু-যুগের সাফল্যযাত্রার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের জনজীবনকে আজ স্পর্শ করেছে মেডিটেশনের কল্যাণতরঙ্গ।

কেন মেডিটেশন

হাজার বছর আগে এ অঞ্চলের সাধক-মুনি-ঋষিদের উদ্ভাবিত ‘যোগ’-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো ধ্যান বা মেডিটেশন। পৃথিবীর সব প্রধান ধর্মেই গুরুত্বের সাথে মেডিটেশনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এটি এখন আর নিছক ধর্মীয় কোনো বিষয় নয়। মেডিটেশন প্রকৃত অর্থে এখন একটি আধুনিক জীবনচর্চা, যা মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। মানুষকে ধীর-স্থির এবং তার মনকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন করে তোলে।

আবেগীয় ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে মেডিটেশন। মনোযোগকে করে লক্ষ্যভেদী। হৃদয়ে সৃষ্টি হয় কল্যাণচেতনা, ভালবাসা ও সমর্মিতা। আর এ অনুভূতিটা হয় নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্ত।

সবমিলিয়ে আমরা বলতে পারি, সবদিক থেকে ভালো থাকার জন্যে মেডিটেশন একটি সহজ ও সার্বজনীন পদ্ধতি। নিয়মিত মেডিটেশন অনুশীলনে

মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও মনের শক্তি হয়ে ওঠে সুতীক্ষ্ণ ও সুসংহত। শাণিত হয়ে ওঠে চিন্তাশক্তি। তাই এর চর্চা হচ্ছে আজ বিশ্বজুড়ে সর্বত্র, এমনকি স্কুল থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত।

গবেষণায় দেখা গেছে, মেডিটেশন মানুষকে সচেতন করে তোলে সার্বিকভাবে। বদলাতে সাহায্য করে মনোদৈহিক অস্তিত্বের একেবারে ভেতর থেকে। এর পাশাপাশি নিয়মিত মেডিটেশনের ফলে আমাদের দেহকোষ ও শারীরবৃত্তীয় কর্মকাণ্ড গভীরভাবে প্রভাবিত হয় এবং রোগ নিরাময়ে এটি পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

আপনিও মেডিটেশন করুন

নিয়মিত মেডিটেশন করেন যারা, তাদের মনোজগত ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘটে গভীর পরিবর্তন। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে আর নিজের ও অন্য সবার প্রতি এক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি জীবনকে প্রশান্ত করে তোলে। ইতিবাচক আবেগের প্রাবল্য বৃদ্ধি পায়। আর এতে পরিবর্তনের সূচনা ঘটে মস্তিষ্কের গঠন ও কর্মপন্থায়। ইলেক্ট্রো-এনসেফালোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে এমন অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা আর বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গবেষকরা তাই বলছেন, নিয়মিত মেডিটেশন করুন। শারীরিক-মানসিক সুস্বাস্থ্য অর্জনসহ সবদিকেই আপনি ভালো থাকবেন। এগিয়ে যাবেন এক সুখী-সফল জীবনের পথে।

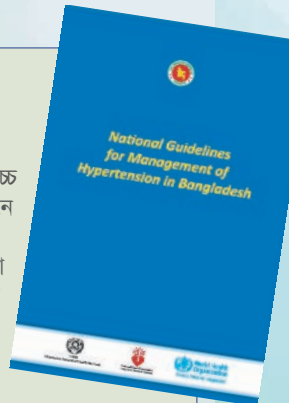
উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে জাতীয় চিকিৎসা নীতিমালা মেডিটেশন উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে জাতীয় চিকিৎসা নীতিমালা প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ সরকার (ডিসেম্বর ২০১৩)।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ-এর যৌথ গবেষণা ও উদ্যোগে প্রণীত এ নীতিমালায় বলা হয়েছে, চিকিৎসকদের উচিত কার্যকরভাবে

স্ট্রেসমুক্তি ও শিথিলায়নের জন্যে উচ্চ রক্তচাপের রোগীকে মেডিটেশনে উৎসাহিত করা (পৃষ্ঠা-১৮)।

পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, দেহ-মনের সার্বিক শিথিলায়নের মধ্য দিয়ে দেহের সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে।





১৬ বছরে আড়াই লক্ষাধিক স্বেচ্ছা রক্তদাতার নিরাপদ রক্তে বেঁচেছে পৌনে ৮ লক্ষ প্রাণ

মানবতার সেবায় ১৬ বছরে যত অর্জন

২০০০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিরলস প্রচেষ্টায় কোয়ান্টাম গড়ে তুলেছে ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৩১ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতার সুসংগঠিত ডোনার পুল। বর্তমানে দেশে মোট রক্তচাহিদার ৫ ভাগের ১ ভাগ মেটাচ্ছে কোয়ান্টাম। মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত মানের ৭,৭২,১৭৪ ইউনিট বিশুদ্ধ রক্ত ও রক্ত উপাদান।

নিরাপদ রক্ত সরবরাহে কোয়ান্টাম ল্যাব সবসময়ই আপসহীন। সারা বছর দিনরাত ২৪ ঘণ্টা ল্যাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন ল্যাবের একনিষ্ঠ কর্মীরা।

সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতিতে বিশ্বমানের ল্যাব

আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে কোয়ান্টাম ল্যাবে এক ইউনিট রক্তকে প্রয়োজনে সর্বোচ্চ আটটি উপাদানে ভাগ করা যায়। ফলে থ্যালাসেমিয়া ব্লাড ক্যাম্পার লিউকেমিয়াসহ নানা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্তদের জন্যে প্রয়োজনীয় রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

সামর্থ্যহীন মানুষের পাশে কোয়ান্টাম ল্যাব

এ পর্যন্ত ৩২ হাজার রোগীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং ৫৮,৫৭০ জন রোগীকে ন্যূনতম প্রসেসিং খরচে রক্ত দেয়া হয়েছে।

সেবার ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে কোয়ান্টাম

ডা. সামন্ত লাল সেন



আমাদের বার্ন ইউনিটে দিনে ৪০-৫০ ইউনিট রক্ত লাগে। আর এখানে যেসব রোগী আসেন তাদের অধিকাংশই ঢাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা গরিব, অসহায় মানুষ। বিশুদ্ধ রক্তের জন্যে আমরা তাদের কোয়ান্টামে

পাঠাই। ওখান থেকে তারা রক্ত নিয়ে আসেন। তাই আপনারা যারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন, তারা মানুষের ও জাতির জন্যে যে কত বড় কাজ করছেন তা আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে মানুষকে যে সেবাটা কোয়ান্টাম আজ দিচ্ছে, তা এককথায় অভূতপূর্ব এবং প্রশংসনীয়। এখানে ফেস্টুনে লেখা একটি কথা আমার খুবই ভালো লেগেছে- রক্তদান অত্যন্ত পুণ্যের বা সওয়াবের কাজ। একজন মানুষের জীবন রক্ষা করা সমগ্র মানবজাতির জীবন রক্ষা করার মতো মহান কাজ। এ কথাটি আমরা আমাদের হাসপাতালে বড় করে লিখে রাখব, যাতে আরো অনেক বেশি মানুষ রক্তদানে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হন।

[ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের কো-অর্ডিনেটর। কোয়ান্টাম শত আজীবন রক্তদাতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন]

১৬ বছর ধরে নিয়মিত রক্তদান করছি

অনিবার্ণ হক

ল্যাব প্রতিষ্ঠার আগের ঘটনা। ওয়ার্কশপে গুরুজী একটি গল্প বললেন-এক দম্পতির দুটি কিশোরী মেয়েই থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। এক ঈদের আগের রাতে দুজনই অসুস্থ হয়ে পড়ল, দুজনকেই রক্ত দিতে হবে। বাবা-মা অনেক খোঁজাখুঁজি করে এক ব্যাগ রক্ত জোগাড় করতে পারলেন। কিন্তু কোন বাচ্চাকে দেবেন? বড় মেয়েটি তখন বলল, ‘বাবা, আমি বড়, আমি ব্যথা সহ্য করতে পারব। ও তো ছোট! রক্তটা ওকে দাও।’ ছোট মেয়েটিকে রক্ত দেয়া হলো। ঈদের দিন ভোরবেলা বড় মেয়েটি মারা গেল।

গল্পটি আমাকে এতটা আলোড়িত করল যে, তারপর থেকে এই ১৫-১৬ বছর ধরে নিয়মিত রক্তদান করছি। যদি এতে মানুষের কোনো উপকার হয় তবে কারো কাছেই কোনোরকম প্রতিদানের প্রত্যাশা নেই আমার। স্বেচ্ছা রক্তদান এমন এক সেবা যার প্রতিদান একমাত্র স্রষ্টাই দিতে পারেন।

[প্রকৌশলী। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রথম প্লাটিনাম ডোনার, এ পর্যন্ত ৫৪ বার রক্তদান করেছেন]



কোয়ান্টাম ল্যাবে এখন
একসাথে রক্তদান করতে পারেন
১১ জন রক্তদাতা



সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতিতে বিশ্বমানের ল্যাব। (ডানে) ২০১৫ সালে ৪২টি মোবাইল ক্যাম্প থেকে সংগৃহীত হয় ১,২৩২ ইউনিট রক্ত

অগ্নিদগ্ধদের পাশে কোয়ান্টাম ল্যাব

আঘাতপ্রাপ্ত হলে বা শরীরের কোথাও কেটে গেলে ক্ষতস্থান দিয়ে যেমন রক্তক্ষরণ হয়, তেমনি শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ অগ্নিদগ্ধ রোগীর ক্ষেত্রেও রক্তক্ষরণ হয় শরীরের ভেতরে।

অগ্নিদগ্ধ রোগীদের জরুরি ও দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার্থে প্রয়োজন হয় ফ্রেশ ফ্লোজেন প্লাজমা (এফএফপি)। ২০১৪ সালে ২০,৮৮৪ ইউনিট ও ২০১৫ সালে ২৩,৪০৪ ইউনিট এফএফপি অগ্নিদগ্ধ রোগীদের জন্যে (অধিকাংশই বার্ন ইউনিটে) সরবরাহ করা হয়েছে।

মোবাইল ক্যাম্প

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সহযোগিতায় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, মার্কেট ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হচ্ছে ব্লাড ক্যাম্প। এই কার্যক্রমে নতুন গতিশীলতার সঞ্চার করেছে কোয়ান্টাম মোবাইল ব্লাড ক্যাম্প।

২০১৫ সালে ১৩৮টি বেড ক্যাম্পে ৬,০১১ ইউনিট ও ৪২টি মোবাইল ক্যাম্পে ১,২৩২ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। এ বছর ৭৫টি ক্যাম্প থেকে সংগৃহীত হয়েছে ১৪,২৯৭ ব্যাগ রক্ত।

শিক্ষা ও মানবিকতায় বিকশিত হচ্ছে কোয়ান্টারা



এবছর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশে প্যারেড ও কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ-এর শিক্ষার্থী কোয়ান্টারা। গত বছর এই আসরে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে প্রথম হওয়ার বিরল সাফল্য অর্জন করে তারা।

উল্লেখ্য ২০০৩ থেকে বান্দরবান জেলা পর্যায়ে এবং ২০০৯ থেকে চট্টগ্রামে বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লেতে নিয়মিতভাবে প্রথম হয়ে আসছে কোয়ান্টারা। অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৈপুণ্যের জন্যে চট্টগ্রামে সবসময়ের জন্যে বিশেষ পারদর্শিতা পুরস্কারে ভূষিত হয় ওরা। বান্দরবান লামায় অবস্থিত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বর্তমানে রয়েছে এক হাজারের বেশি শিক্ষার্থী।

লেখাপড়াতেও ধারাবাহিকভাবে ভালো করছে কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। ২০১৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়া আট জন শিক্ষার্থীই মেধাতালিকায় স্থান করে নেয় চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে সুযোগ পাওয়া চার জন শিক্ষার্থী যথাক্রমে অর্জন করে মেধাতালিকার ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্থান, যা সত্যিই এক অতুলনীয় অর্জন।



২০১৬ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় এশিয়ান খো খো চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ জাতীয় দল অর্জন করে রানার আপ পুরস্কার। এ দলের ১২ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে নয় জনই কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী। এবছর জাতীয় বয়সভিত্তিক জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতায় ৩৬টি পদকের ২৯টিই অর্জন করেছে কোয়ান্টারা। এছাড়াও আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে একের পর এক সাফল্য এসেছে আচারি, হ্যান্ডবল ও টেবিল টেনিসে।



নতুন শিশুকাননে সযত্ন পরিচর্যা বেড়ে উঠছে ১৩৪টি ছেলেশিশু। ২০১৫ সালে ৬০টি অভিভাবকহীন শিশুকে নিয়ে শুরু হয় নতুন শিশুকাননের কার্যক্রম। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফলে এই শিশুরাই গড়ে উঠছে আলোকিত মানুষ হয়ে। ২০১৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় (পিইসি) নতুন শিশুকানন থেকে অংশ নেয় ১০টি শিশু। এদের মধ্যে পাঁচ জন 'এ+' এবং পাঁচ জন 'এ' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়।



কোয়ান্টাম শিশুসদনে উদারনৈতিক শিক্ষা ও সুস্থ সাংস্কৃতিক আবহে লালনপালন করা হচ্ছে ১৩৫টি অভিভাবকহীন মেয়েশিশুকে। উল্লেখ্য ২০০৪ সালে রাজশাহীতে শুরু হওয়া ফাউন্ডেশনের এ কার্যক্রম পরবর্তীতে স্থানান্তরিত করা হয় লামার কোয়ান্টামে। বাঙালি ছাড়াও রয়েছে মার্মা মুরং ত্রিপুরা তঞ্চঙ্গ্যা খিয়াং এবং সাঁওতাল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুরা। এদের মধ্যে দুজন ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে দুজনই জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এছাড়াও খেলাধুলাসহ অন্যান্য সহপাঠ কার্যক্রমে বাড়ছে মেয়েশিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত পদচারণা।



কোয়ান্টাম মেডিটেশন ॥ নিরাময়ের কার্যকর পথ

‘প্রতিটি রোগেরই আছে নিরাময়’-দু-যুগ আগে এ বিশ্বাস নিয়েই কোয়ান্টাম শুরু করেছিল পথচলা। প্রথম ব্যাচ থেকেই এসেছে একের পর এক সাফল্য। অনিন্দা মাইথ্রেন ব্যাকপেইন স্পন্ডাইলিটিস এজমা চর্মরোগ সাইনুসাইটিস ও করোনারি হৃদরোগসহ বহু দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে নিরাময় লাভ করেছেন লাখে মানুষ। এমনই কয়েকটি অনুভূতি এখানে দেয়া হলো-

প্রায় ২৫ বছর ধরে ঘুমের ওষুধ খেয়েছি। না খেলে সারারাত অস্থির লাগত, ঘুম হতো না। শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়তাম। কিন্তু মেডিটেশন করে ঘুমের ওষুধ ছাড়াই আমি ঘুমাতে পারছি। সময়মতো ঘুম থেকে জেগেও উঠতে পারছি।

এডভোকেট কাজী মো. সাজাওয়ার হোসেন • আপিল বিভাগের আইনজীবী এবং সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট

১৫ বছর ধরে ইউরিক এসিডের ব্যথা ছিল। দুই হাতের গোড়া ও পায়ের গিঁট ফুলে যেত। গরুর মাংস, মসুরের ডাল খাওয়া একেবারেই মানা ছিল। কোর্সে এসে ১২ বছর পর ডাল খেয়েছি। কোনো সমস্যা হয় নি। কোনো ওষুধও আর খেতে হচ্ছে না।

আফজাল হোসাইন খাঁন • সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

কোমরে ব্যথার কারণে পাঁচ বছর ধরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারি না। কোর্সে মেডিটেশন করে আল্লাহর রহমতে আমি এখন দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারছি।

মনোয়ারা বেগম • গৃহিণী

আমার মেয়ের মাইথ্রেন ছিল। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। মাইথ্রেন দূর হয় নি। কিন্তু কোর্স করার পরে সে জানিয়েছে এখন সে মাইথ্রেন থেকে মুক্ত।

ডা. এ কে এম রেজাউল করিম • সহযোগী অধ্যাপক, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

আমি দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে একটা রোগে ভুগছিলাম। সবসময় নাকে ও গলায় থুতুর মতো ময়লা জমত। এই থুতু ফেলার জন্যে গাড়িতে বাসায় সবখানে ঝুড়ি রাখতে হয়। মাসে প্রায় দুই হাজার টাকার টিস্যুবস্ত্র কিনতে হতো। কোর্সে এসে প্রথম দিন থেকেই একবারও থুতু ফেলি নি। মনে হচ্ছে, আগে কেন এখানে এলাম না? আমি এখন ভালো হয়ে গেছি।

রুবিনা মনির • ব্যবসায়ী

আমার হাটে চারটি রিং লাগানো আছে। দিনে ১৪-১৫টি করে ওষুধ খেতে হতো। অতিরিক্ত ওষুধ সেবনের কারণে আলসারেও আক্রান্ত হই। সহকর্মীর মাধ্যমে কোয়ান্টামের খোঁজ পেয়ে নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা শুরু করি। ধীরে ধীরে ওষুধ কমাতে লাগলাম। কোর্সে আসার আগপর্যন্ত ২-৩ টি ওষুধ

খেতাম। এখন আর সেগুলোও খাচ্ছি না। ওষুধ ছাড়াই ভালো আছি।

মো. আবু বকর সিদ্দিক • চাকরিজীবী

এনকাইলোজিং স্পন্ডাইলিটিস থেকে মুক্তির জন্যে কানাডায় বিশ্বমানের হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছি। চিকিৎসক জানালেন সুস্থ হতে চাইলে বছরে প্রায় ২৫ হাজার ডলারের ইনজেকশন নিতে হবে। বন্ধুর পরামর্শে দেশে ফিরে কোর্সে অংশ নিলাম। পাঁচ বছর পর ঘাড় উঁচু করতে পারছি, নাড়াতে পারছি।

মোহাম্মদ সোয়েব • কানাডা প্রবাসী ফিন্যান্সিয়াল এডভাইজার

প্রায় ৫০ বছর ধরে মাইথ্রেনের যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছি। চেন্নাই, ব্যাংকক গিয়েও চিকিৎসা করিয়েছি। রোগ ভালো হয় নি। আর ১৯৮০ সাল থেকে ডাক্তারের পরামর্শে ঘুমের ওষুধ খাচ্ছি। কোর্সের প্রথম দিন থেকেই ঘুমের ওষুধ ছাড়াই ঘুমাতে পারছি। মাইথ্রেনের ব্যথাও অনুভব করছি না।

নুরুল ইসলাম • চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল

সৃষ্টির সেবায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান জমা করুন কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে

কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক কার্যক্রম দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের কল্যাণ নিশ্চিত করার এক অপূর্ব প্রক্রিয়া। এর প্রতিটি টাকা ব্যয় হয় দুস্থ ও বঞ্চিতদের দূরপ্রসারী পুনর্বাসনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান একত্রিত হয়ে বঞ্চিত জনপদে নির্মিত হচ্ছে আলোকিত জনপদ। সেইসাথে নিয়মিত দান দাতার জীবনে নিয়ে আসছে প্রাচুর্য, তারা মুক্ত হচ্ছেন দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে, সহজেই দূর হচ্ছে বালা-মুসিবত।



অফিস থেকে একদিন বাসায় ফেরার পর খেয়াল হলো জরুরি একটি ফাইল বাসে ফেলে এসেছি। গাড়ির নম্বর-ও জানি না। কি করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। মাটির ব্যাংকে নিয়ত করে টাকা রাখলাম। আর স্রষ্টাকে ডাকতে থাকলাম।

পরদিন বাস স্টেশনে গিয়ে শুনি আগের দিনের ড্রাইভার-হেল্লার সবাই ছুটিতে। একটু পরই কাকতালীয়ভাবে আমার বাসের ড্রাইভারকে খুঁজে পেলাম। তিনি সেই ফাইলটি যত্ন করে রেখেছিলেন। এভাবেই হারানো জিনিস ফেরত পেলাম।

রুবেল কান্তি দাশ • প্রভাষক, ইসিই ডিপার্টমেন্ট, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজাল্ট এক পর্যায়ে এত খারাপ হলো যে, পরের বছর ভালো করতে না পারলে ডিপার্টমেন্ট থেকে বের করে দেবে। যে তিনটি বিষয় নিলাম সেগুলোও বেশ কঠিন। তখন আমি ভালো ফলাফলের নিয়তে দান করতে থাকলাম এবং নিয়মিত পড়াশুনা শুরু করলাম। কিছুদিনের মধ্যেই পড়ালেখায় আমার আগ্রহ ফিরে এলো। গত সেমিস্টারে আমার শিক্ষাজীবনের সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট হয়েছে।

সৈকত কুমার সরকার • শিক্ষার্থী

সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে আত্মীয়দের সাথে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হই। কোনো দিশা না পেয়ে আমি স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করি এবং মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দান করি। দু-একদিন পরই আত্মীয়রা নিজে থেকেই সমাধানের প্রস্তাব দেয়।

আনোয়ারা নিরুমা • প্রভাষক, খাতেমুন মঈন মহিলা ডিগ্রী কলেজ, বকশিগঞ্জ, জামালপুর

আমার বাচ্চার বয়স তখন দুবছর। এক মাঝরাতে সে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। কিছুতেই কান্না থামাতে পারছি না। একটু পর বুঝলাম তার কানে ব্যথা হচ্ছে। অত রাতে কোনো ফার্মেসিও খোলা নেই। আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে দ্রুত মাটির ব্যাংকে দান করি। এর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তার কান্না থেমে গেল এবং সে ঘুমিয়ে পড়ল।

মো. আজাজ উদ্দিন • ব্যবসায়ী

আমার জরায়ুতে টিউমার ধরা পড়ল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, টিউমার যে পর্যায়ে আছে, কেটে ফেলা সম্ভব না। ওষুধ সেবনের পাশাপাশি ছয় মাস পর পর আন্ট্রাসনোগ্রাম করে দেখতে বললেন। সুস্থতার নিয়তে আমি নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দান করতে লাগলাম। দেড় বছর পর চতুর্থ আন্ট্রাসনোগ্রাম

রিপোর্টে দেখা গেল, টিউমার আর নেই। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

সুমাইয়া কাজরী • সহকারী অধ্যাপক, সিএসই বিভাগ, ডুয়েট, গাজীপুর

কিছুদিন ধরে পরিবারের সবাই খুব সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। দুশ্চিন্তা ছিল ঠিকই কিন্তু মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দান করে গেছি। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে এলো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দানের কল্যাণেই আল্লাহ আমাদের বড় বিপদ থেকে রক্ষা করলেন।

ডা. অনিন্দিতা তাবাসসুম • ইন্টার্ন চিকিৎসক, শাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল

আমার বাচ্চার বই দোতলার কার্নিশে পড়ে গিয়েছিল। দারোয়ান বইটি উঠিয়ে কার্নিশ থেকে নামার সাথে সাথেই ছয় তলা থেকে বেশ ভারী টাইলস খুলে গিয়ে ঠিক ওই জায়গাতেই পড়ল। অল্পের জন্যে দারোয়ানের প্রাণ রক্ষা হলো। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম, নিয়মিত দানের কল্যাণেই এই বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম।

শামীমা আক্তার • প্রভাষক, মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

কোয়ান্টাম মাতৃমঙ্গল কার্যক্রম

এক দশকে চিকিৎসা ও পুষ্টিসেবা পেয়েছেন ২,৬৯১ জন প্রসূতি মা

মায়ের সুস্থতা ও শিশুর নিরাপদ জন্মদানকে নিশ্চিত করতে ২০০৫ সালে শুরু হয় মাতৃমঙ্গল কার্যক্রম। চট্টগ্রাম থেকে শুরু হলেও পরবর্তীতে মিরপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, খুলনা ও বান্দরবানের রাজবিলায় বিস্তৃত হয়েছে ফাউন্ডেশনের এ সেবা উদ্যোগ। এ পর্যন্ত ২,৬৯১ জন মা মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের আওতায় পেয়েছেন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, জন্ম দিয়েছেন সুস্থ শিশু।

এ কার্যক্রমের আওতায় গর্ভকালীন সময়ের তিন মাস সময় থেকে সন্তান জন্ম দেয়ার পরবর্তী ৪০ দিন পর্যন্ত সেবা পেয়ে থাকেন মায়েরা। এ সময় তাদের নিয়মিত চেকআপ, জরুরি স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও ওষুধের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। এছাড়াও পরিবারের সদস্যদের সচেতন করা হয় গর্ভকালীন সময়ে মা ও শিশুর যত্নের বিষয়ে।

সমৃদ্ধ দেশ গড়তে মা ও শিশুর সুস্থতা অপরিহার্য। এই বিশ্বাস থেকেই ফাউন্ডেশনের সদস্যদের সজ্জবদ্ধ দানে পরিচালিত হচ্ছে এ সেবামূলক কার্যক্রম।



চট্টগ্রামে মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের আওতায় সেবাপ্রাপ্ত মা ও তাদের সন্তানদের একাংশ

তিনটি সন্তানই জন্মেছে মাতৃমঙ্গলের পরিচর্যায়

রিজওয়ানা



আমার বড় দুই মেয়ের জন্মের আগে থেকেই আমি কোয়ান্টাম মাতৃমঙ্গলের সেবা নিয়েছি। দুটো বাচ্চাই খুব সুস্থ-সবল। এরপর আবার যখন সন্তানসম্ভবা হলাম, শুরুতে খুব ঘাবড়ে গেলাম কারণ আমি জানতাম মাতৃমঙ্গলে একজন মাকে শুধু দুবারই সহায়তা করা হয়।

কোথা থেকে সাহায্য পাব-এসব ভেবে গর্ভের বাচ্চাকে নষ্ট করার কথাও ভেবেছি। কিন্তু পরে জানলাম, কোয়ান্টামে সব মাকেই সহযোগিতা করা হয়। একথা শুনে আমার সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল।

বাচ্চা হয়েছে সুস্থ-সবল

মিনু

দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হওয়ার পর খরচের চিন্তায় আমি দিশেহারা। আমার বড় বাচ্চাটা তখন স্কুলে যায়। দিনমজুর স্বামী কখনো কাজ পায়, কখনো পায় না। সেসময় পরিচিত একজনের পরামর্শে আমি মাতৃমঙ্গলে আসি। এখানকার পরিবেশ খুবই ভালো এবং সবার অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। আল্লাহর রহমতে বাচ্চাও হয়েছে সুস্থ-সবল।



সুস্থ সন্তান জন্ম দিয়েছি

শাহিনাজ

আমার স্বামী একটা সেলুনে কাজ করে। প্রতিমাসে তার যা আয়, তা দিয়ে আমাদের খাওয়ার খরচও ঠিকমতো চলে না। তাই গর্ভাবস্থায় আমার বাড়তি যত্ন নেয়ার সামর্থ্য তার ছিল না। বাড়তি পুষ্টি বা ডাক্তার দেখানোও সম্ভব হয় নি।

এরপর কোয়ান্টামের একজন সদস্যের কাছে মাতৃমঙ্গলের খোঁজ পাই। এখান থেকে চিকিৎসা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এমনকি ডেলিভারির খরচ পর্যন্ত আমাকে দেয়া হয়। আরো অনেক মা কোয়ান্টামে এসে মেন সেবা নিতে পারে, এই দোয়া করি।



সন্তান ও আমি দুজনেই ভালো আছি

বকুল

আমি অন্যের বাসায় কাজ করতাম। দুই মেয়ে আর স্বামীকে নিয়ে ছিল আমার সংসার। হঠাৎ করে আমার স্বামীর চাকরি চলে যায়। তার অল্প কিছুদিন পর জানতে পারি যে, আমি সন্তানসম্ভবা। ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই।

সেইসময় আমার

এক প্রতিবেশী খোঁজ দেয় এই মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের। এখানে এসে সেবা নিয়ে আমার একটা সুস্থ ছেলেশিশু জন্ম নেয়। এখন ছেলের বয়স পাঁচ মাস। আমি ও আমার সন্তান দুজনেই ভালো আছি।



দুস্থ মায়ের আশ্রয় মাতৃমঙ্গল

মরিয়ম বেগম

আমি যখন সন্তানসম্ভবা তখন আমার স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। রোজগার বন্ধ হয়ে যায়। অসুস্থ স্বামীর সেবা করতে গিয়ে আমিও অসুস্থ হয়ে পড়ি। কিন্তু চিকিৎসা করার মতো টাকা ছিল না। আমাদেরকে সাহায্য করার মতোও কেউ ছিল না। সেসময় আমি কোয়ান্টাম মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের খোঁজ পাই। এখান থেকে আমার চিকিৎসার সব খরচ দেয়া হয়। আমি ও মেয়ে দুজনেই এখন সুস্থ আছি। আমি মনে করি, মাতৃমঙ্গল দুস্থ মায়ের আশ্রয়।



সুস্থ শিশু জন্ম দেয়ার ব্যাপারে আশাবাদী হয়েছি

রোজী

আমার পরিবারের আর্থিক সমস্যার কারণে গর্ভের সন্তানের কোনো যত্ন নিতে পারি নি। তাই চার মাসের সময় সন্তান গর্ভেই মারা যায়। আর কখনো আমি মা হতে পারব কিনা, এই ভয় সবসময় কাজ করত। এরপর আবার

সন্তানসম্ভবা হলে আমি মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমে আসি।

এখানে নিয়মিত চেকআপ করাচ্ছি, ওষুধপত্র খাচ্ছি। চিকিৎসার পাশাপাশি নানা বিষয়ে আমাদের সচেতন করা হয় এখানে। সুস্থ শিশু জন্ম দেয়ার ব্যাপারে আমি এখন আশাবাদী।



সৃষ্টির সেবায় দুই দশকের পথচলা



চিকিৎসাসেবা

এ পর্যন্ত মোট ১,৪০,৫৫৭ জন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেছে। লামায় কোয়ান্টাম চিকিৎসাসেবা কেন্দ্রে বিভিন্ন বয়সের পাহাড়ি-বাঙালিকে নিয়মিত চিকিৎসাসেবা দেয়া হচ্ছে। ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহীসহ বিভিন্ন জায়গায় সুবিধাবঞ্চিত রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ ও ঔষুধ দেয়া হয়। এছাড়া মিরপুরে গৃহকর্মীদের নিয়মিত চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয় বিনামূল্যে।



শিক্ষা কার্যক্রম

ঢাকা শহরের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সন্তানদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুল 'রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ'-এর শিক্ষা কার্যক্রমসহ সার্বিক পরিচালনা এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের দায়িত্ব ২০১৫ সাল থেকে গ্রহণ করেছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। বর্তমানে এই স্কুলে পড়াশোনা করছে মোট ২৫১ জন শিক্ষার্থী।

খতনা কার্যক্রম

২০০৫ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন শুরু করে খতনা কার্যক্রম। দরিদ্র শিশু-কিশোর ও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে খতনার সুযোগবঞ্চিত পূর্ণবয়স্ক পুরুষরাও এ সেবা পেয়ে থাকেন। এ পর্যন্ত খতনা সেবা দেয়া হয়েছে ১,৪১,৮৫০ জন দুস্থ অসহায় মানুষকে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রম

বঞ্চিত ও দুস্থ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে ১৯৯৬ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন গঠন করে যাকাত ফান্ড। ২০১৫ সালে এ ফান্ডে জমা পড়ে ৮,৪৬,৯১,৬৯৯ টাকা। যাকাত ফান্ডের অর্থে এ পর্যন্ত ৭,৯১৮ জনকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রমের আওতায় কুমিল্লায় ২৬৫ জন মহিলাকে সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সারাদেশে দুস্থ মহিলাদের পুনর্বাসনে ৩৬১টি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। এছাড়াও পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন ফলজ প্রকল্প (আম, কাঁঠাল,

আনারস ও জলপাই), প্রাণী ও পশুসম্পদ প্রকল্প (বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, হাঁস, মুরগি, উন্নত জাতের ছাগল ও ভেড়া), দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, ঋণমুক্তি, কর্মসংস্থান প্রকল্প।

আশ্রয়মম

আত্মীয়-পরিজনহীন অসহায় বৃদ্ধদের নিয়ে বান্দরবানের রাজবিলায় ২০১২ সালে স্থাপিত হয় 'আশ্রয়মম'। বর্তমানে তিন জন পুরুষ ও তিন জন নারী সেবার্থীকে এখানে সার্বক্ষণিক সকল ধরনের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

দাফন কার্যক্রম

বেওয়ারিশ অথবা দাফনে অক্ষম দরিদ্রের মৃতদেহ পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায় দাফন বা সৎকারের জন্যে ২০০৪ সালে শুরু হয় দাফন কার্যক্রম। এ পর্যন্ত মমতাপূর্ণ শেষ বিদায় জানানো হয়েছে ৩৮৭ জনকে।



বহরব্যাপী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম

ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেল-এর উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট ও আবাসিক এলাকায় নিয়মিত চলছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম।



বিশুদ্ধ ও সুপেয় পানি সরবরাহ

১৯৯৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৯২টি পানির ট্যাংক, ২৭০টি টিউবওয়েল ও ২টি ইদারা স্থাপিত হয়েছে দেশের উপকূলীয় ও পাহাড়ি এলাকায়। এর ফলে বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারছেন পথচারী ও স্থানীয় অধিবাসীসহ হাজারো মানুষ।

কোয়ান্টাম বুলেটিন ৥ সৃষ্টির সেবা সংখ্যা : মার্চ ২০১৬ ৥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ৥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত
Phone : 9341441, 8319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd